উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১৫
সংখ্যা-২
এপ্রিল-জুন ২০১৬

চট্টগ্রামে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন

‘দরিদ্রতাই শিশুশ্রমের মূল কারণ, প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন’

চট্টগ্রাম শহরেই সর্বপ্রথম শিশুশ্রম নিরসনের প্রক্রিয়া শুরু করবো। পরিচ্ছন্ন নগরী ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে শিশুশ্রম নিরসনের বিকল্প নেই। শিশুশ্রম একটি অমানবিক কাজ- এটি অবশ্যই বন্ধ করা উচিত। দরিদ্রতাই শিশুশ্রমের মূলকারণ, শিশুশ্রম প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। ‘উৎপাদন থেকে পণ্যভোগ, শিশুশ্রম বন্ধ হোক’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এবারও চট্টগ্রামে দিনব্যাপি বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ১২ জুন চট্টগ্রামে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি হলরুমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বের আলোচনা সভায় চট্টগ্রামের মাননীয় মেয়র আ. জ. ম. নাছির উদ্দিন একথা বলেন। ওইদিন আলোচনা সভা ছাড়াও দাতা সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের (এমজেএফ) সহযোগিতায় দিবসটি উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, এই আয়োজনের সমন্বিত উদ্যোগে ছিল ঘাসফুলের নেতৃত্বে নগরীর কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে কর্মরত প্রায় ৪০ টি এনজিও, জেলা কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-চট্টগ্রাম, সমাজসেবা অধিদপ্তর-চট্টগ্রাম, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়-চট্টগ্রাম, জেলা তথ্য অফিস চট্টগ্রাম এর সমন্বয়ে গঠিত বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন পরিষদ। সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব আ.জ.ম নাছির উদ্দীন পায়রা উড়িয়ে দিনব্যাপী বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব >>> এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বাল্য বিয়ে যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সভা

২৭ জুন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পিএইচআর প্রোগ্রামের আওতায় জেলা পর্যায়ে বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানী, যৌতুক ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে সেবাদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) ড. অনুপম সাহা এবং সহায়তায় ছিলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো: আনিসুর রহমান। সভাপতি বলেন দেশে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীদের অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। বাল্যবিয়ের কারন সমূহ উদঘাটন ও নির্মূলের ব্যবস্থা করতে হবে। এলাকায় বাল্যবিয়ে রোধে মনিটরিং বাড়াতে হবে। বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে সরকার খুবই আন্তরিক। বাল্যবিয়ে রোধে ঘাসফুলের কার্যক্রম ও উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো কার্যকরী করে তোলার আহ্বান জানান। সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন ঘাসফুল তৃণমূল পর্যায়ের ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে যে সব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে পিএইচআর কর্মসূচী অন্যতম। পিএইচআর প্রোগ্রামের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন প্ল্যান বাংলাদেশের রিজিওনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার মোহাম্মদ তারেকুজ্জামান। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সিএইচডব্লিউইভিটির প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম ও বিএনডব্লিউএলএ'র এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এড. হারুন-অর-রশিদ এবং পিএইচআর কর্মকর্তাবৃন্দ।

আরো সংবাদ ৬ পৃঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিনামূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও চশমা বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা

এই উদ্যোগ অবহেলিত জনপদে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর অবদান রাখবে

১২ এপ্রিল চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলাস্থ গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির কার্যালয় প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন, বিশেষ চক্ষু ও স্বাস্থ্য ক্যাম্প এবং চশমা বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ইউনিয়নের শতভাগ পরিবারকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে উৎসাহিত করতে পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ‘সমৃদ্ধি’ কর্মসূচির মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেয়া হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে পর্যায়ক্রমে এলাকায় যাদের

স্যানিটারী ল্যাট্রিন নেই তাদের সকলকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ২০১৫ সালের মার্চ থেকে হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচি'র আওতায় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা, পুষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম এবং >>> এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

দরিদ্রতাই শিশুশ্রমের মূল কারণ

১ম পৃষ্ঠার পর

করেন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন পরিষদ এর আহ্বায়ক ও ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইলমা'র প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের মহিলা কাউন্সিলর আবিদা আজাদ, মহিলা কাউন্সিলর জেসমিন পারভীন জেসি ও শিশু একাডেমির জেলা শিশু সংগঠক নারগিস সুলতানা এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঘাসফুল প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের ২য় পর্বের অনুষ্ঠানমালা

'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম রোধসহ শিক্ষা খাত অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন'

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সকালবেলা উদ্বোধনীপর্ব শেষে বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম শিশু একাডেমি হলরুমে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়পর্বে "উৎপাদন থেকে পণ্যভোগ, শিশুশ্রম বন্ধ হোক" শীর্ষক প্রতিপাদ্যের উপর এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (যুগ্মসচিব) সৈয়দা সারোয়ার জাহান। গোলটেবিল বৈঠকে নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের আলোকে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. আলাউদ্দীন মজুমদার। আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, প্রকৃত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কতজন শিশুশ্রমের সাথে যুক্ত তা নিরূপন প্রয়োজন। শিশুশ্রম নিরসনে আইন প্রয়োগ ও যথাযথ নজরদারী অব্যাহত রাখতে হবে। শিশুশ্রম একটি সমাজ কাঠামোগত সমস্যা যা উত্তরণের প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র অর্জনে শিশুশ্রম, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও শিক্ষাখাত আমাদের জাতীয় করণীয়সমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। শিশুদেরকে প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।' বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মমতা এর নির্বাহী পরিচালক লায়ন আলহাজ্ব রফিক আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকের সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। প্যানেল আলোচক ছিলেন লেখক ও সাহিত্যিক জেসমিন খান ও ড. আনোয়ারা আলম। সম্মানিত অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর আবিদা আজাদ ও জেসমিন পারভীন জেসি, বিবিএফ এর উৎপল বড়ুয়া, ওয়ার্ল্ডভিশনের রবার্ট কে. সরকার, শ্রম পরিদর্শক রাজু বড়ুয়া প্রমুখ। অন্যদিকে একই সময়ে শিশু একাডেমি চত্বরে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয় শ্রমজীবি শিশুদের অংশগ্রহণে সৃজনশীল প্রতিযোগিতা; 'সুন্দর হাতের লেখা', 'যেমন খুশী তেমন সাজো', 'চিত্রাংকণ ও জাতীয় সংগীত'। এসকল প্রতিযোগিতায় মোট ২১৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এই চারটি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় ক ও খ বিভাগে বয়সের ভিত্তিতে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। পরে বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে সৃজনশীল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ও দিনব্যাপী কার্যক্রমের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল এর সাধারন পরিষদের সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন শিশু একাডেমির চট্টগ্রাম জেলা শিশু সংগঠক নারগীস সুলতানা, ওয়ার্ল্ডভিশনের ম্যানেজার রবার্ট কে. সরকার, হিউমিনিটি ইন এ্যাকশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ গোলাম মোরশেদ, মাইশার ইয়াছিন মনজু, অপরাজেয় বাংলাদেশের মাহবুব উল আলম, নোঙ্গর এর জামাল উদ্দিন রানা, ইলমা'র জেসমিন সুলতানা পারু ও ঘাসফুল এর আনজুমান বানু লিমা। প্রকল্প সমন্বয়কারী জোবায়দুর রশীদ পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সবশেষে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ মোট চারটি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও দুইটি সান্তনা পুরস্কারসহ মোট ৪০টি পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন।

'২০২১ সালের মধ্যে সকলের সমন্বয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নির্মূল সম্ভব'

৩১ মে সকাল ১০টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম মিলনায়তনে ঘাসফুল সিএইচডব্লিউইভিটি প্রকল্পের কর্মজীবি শিশুদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য এক পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইলমা'র প্রধান নির্বাহী ও নারী নেত্রী জেসমিন সুলতানা পারু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৭নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোহাম্মদ মোবারক আলী, সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আবিদা আজাদ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সহকারী মহা-পরিদর্শক তপন বিকাশ তঞ্চঙ্গা, ঘাসফুল সামাজিক উন্নয়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা, অপরাজেয়-বাংলাদেশ এর সমন্বয়কারী জনাব মাহবুব-উল-আলম এবং দৈনিক সাঙ্গু এর সহকারী সম্পাদক শফিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠানে কর্মজীবি শিশুদের প্রতিনিধি হিসেবে অনুভূতি ব্যক্ত করেন ইলমা হতে ফাতেমা আক্তার, ওয়াচ হতে তানজিদা আক্তার এবং ঘাসফুল এর মেহেরুন্নেছা আক্তার। সুন্দর হাতের লেখা, চিত্রাংকন, যেমন খুশি তেমন সাজো, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা এবং মিউজিক্যাল চেয়ারসহ পাঁচটি ইভেন্টে মোট ১২০জন বিজয়ী শ্রমজীবি শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার চন্দন কুমার বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবিদা আজাদ বলেন শিশুরা আমাদের দেশের সম্পদ হয়ে দেশের উন্নয়নে সাফল্য বয়ে আনবে, প্রতিটি শিশুর জন্য কারিগরী শিক্ষা বাধ্যতামূলক। পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো: মোবারক আলী বলেন মানুষ হিসেবে শ্রমজীবি শিশুদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডে সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুশ্রম নিরসন নিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করলে শিশুশ্রম নিরসন সম্ভব। নিয়োগকর্তার প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে শ্রমজীবি শিশুদের বিনামূল্যে জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা বলেন শিশুশ্রমের পেছনে শুধু দারিদ্রতা বা অভিভাবকগণ দায়ী নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও এর একটি অন্যতম কারণ। সভাপতির বক্তব্যে ইলমা'র প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু বলেন, দেশে কোন পথশিশু থাকবে না, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে, স্ব-স্ব অবস্থান থেকে প্রত্যেকে শিশুদের প্রতি ভাল আচরণ করলে শিশু নির্যাতন বন্ধ করা অবশ্যই সম্ভব। তিনি আরো বলেন, সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে ২০২১ সালের মধ্যে সকলের সমন্বয়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নির্মূল সম্ভব।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ ১১ জুন সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রচারের উদ্যেশ্যে এক সংবাদ সম্মেলন এর আয়োজন করেন। এতে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে এবারের দিনব্যাপী বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস এর অনুষ্ঠানসমূহ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেন। সাংবদিক সম্মেলনে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ও উৎস এর নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কামাল যাত্রা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম প্রতিনিধি ইয়াছমিন পারভীন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা সংগঠক নারগীস সুলতানা, কল-কারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর শ্রম পরিদর্শক রাজু বড়ুয়া, ঘাসফুলের আনজুমান বানু লিমা, ইলমা'র প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, মমতা'র নির্বাহী পরিচালক লায়ন আলহাজ্ব রফিক আহমদ, বিবিএফ এর উৎপল বড়ুয়া, ওয়ার্ল্ডভিশনের রবার্ট কে. সরকার, মাইশা'র নির্বাহী পরিচালক ইয়াছিন মনজু, অপরাজেয় বাংলাদেশ এর মাহবুব উল আলম এবং শম্পা কে. নাহার।

স্বাস্থ্যমেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

লালদীঘি ময়দানে স্বাস্থ্যমেলার আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন

'আমার স্বাস্থ্য আমার উন্নতির সোপান' এ স্লোগানকে সামনে রেখে ৪ জুন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও সুর্যের হাসি'র যৌথ আয়োজনে ঐতিহাসিক লালদীঘির ময়দানে দিনব্যাপি এক স্বাস্থ্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দিন বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন এবং মেলার ২৩টি ষ্টল পরিদর্শন করেন। স্বাস্থ্যমেলার আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দিন। দিনব্যাপি স্বাস্থ্যমেলায় নাটক, কুইজ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে সনদ বিতরন ও অতিথিদের স্মারক ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। মেলায় সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রামের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে। ঘাসফুল স্বাস্থ্যবিভাগ মেলায় একটি স্টল পরিচালনা করে।

ঘাসফুলের উদ্যোগে নওগাঁয় চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত

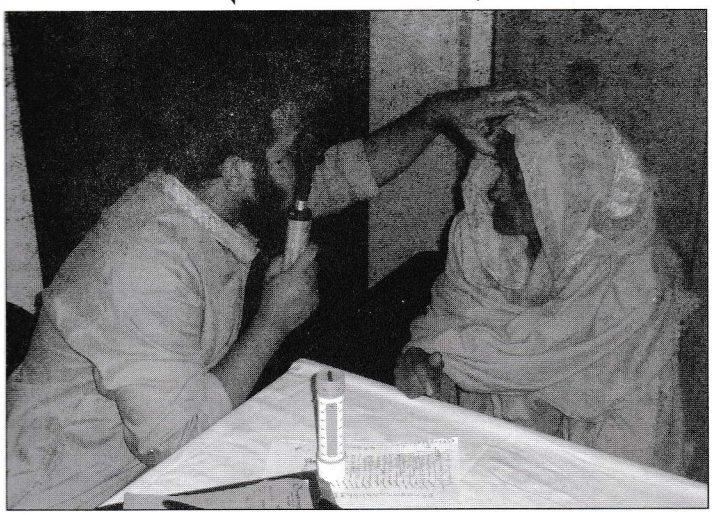

ইসলামিয়া ইস্পাহানী আই ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর, চৌমাসিয়া সাপাহার উপজেলায় তিন মাসে মোট ৪টি ক্যাম্প সম্পন্ন হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
নিয়ামতপুর	২টি	১৫৯জন	৩৮জন	১৮জন
চৌমাসিয়া	১টি	৬৮জন	১৪জন	৬জন
সাপাহার	১টি	১২৭জন	২৬জন	১২জন
মোট	৪টি	৩৫৪জন	৭৮জন	৩৬জন
ক্রমপুঞ্জিভূত	৯৯টি	১৪১০০জন	২২৪৬জন	১২২৫জন

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি

বিবরন	গত তিন মাসের অর্জন		ক্রমপুঞ্জিভূত	
	মেখল	গুমান মর্দ্দন	মেখল	গুমান মর্দ্দন
স্ট্যাটিক ক্লিনিকের সংখ্যা	১০৮	৪৮	৭১২	২০৪
স্ট্যাটিক ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	১৬০৯	৪৬৮	৯৬৭৪	২১৩২
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	২৬	১২	১৭৮	৫৪
স্যাটেলাইট ক্লিনিক রোগীর সংখ্যা	৭৯৪	২৮০	৪৭৪৬	১২৭০
অফিস স্যাটেলাইট	৭	-	৮৭	-
অফিস স্যাটেলাইট রোগীর সংখ্যা	১৯২	-	১৩৬০	-
স্বাস্থ্য ক্যাম্প	২	২	১৩	৬
স্বাস্থ্য ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	৭৭৮	৩৬৬	৭১৯৭	২৮১৩
চক্ষু ক্যাম্প	-	-	৭	৩
চক্ষু ক্যাম্প রোগীর সংখ্যা	-	-	১৬৫১	৬৩১
চোখের ছানি অপারেশন	-	-	৯৪	০৭
চশমা বিতরন	-	৩৭	১৯৮	৯১
ডায়াবেটিক পরীক্ষা	৬২৩	১৯০	৫৯৬৪	৮৮৩
স্বাস্থ্য সচেতনতা সভা	১৬৮	৮৪	২৯২২	৪১০
কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট	৯৯৪৮	১৯১৬	৬১২০০	৭২৭০
ক্যাপসুল আয়রন,ফলিক এসিড ও জিংক	১৮৬৮	১৮৫৫	১২০০০	৪২৯৪
পুষ্টি কণা	১৯৭৬	১১৭০	৮১০০	৩৮০০
স্যানিটারী ল্যাট্রিন	-	১০০	৪৭	১০০
পাবলিক টয়লেট কমপ্লেক্স	-	-	২	-
শতভাগ স্যানিটেশন কার্যক্রম	-	-	৪৪৫	-
গভীর নলকূপ স্থাপন	-	-	১	-
অগভীর নলকূপ স্থাপন	-	১৬	২৯	১৬
রিং,কালভার্ট	০১	৪	২০	৪
ড্রেন নির্মান	-	-	০১	-
কবর স্থানের সাইড ওয়াল	০১	-	০১	-
রাস্তার পার্শ্বে সাইড ওয়াল	০১	-	০১	-
ভার্মি কম্পোস্ট	-	-	৩৫	-
ভিক্ষুক পূনর্বাসন	-	২	১০	২
সবজি বীজ বিতরন	-		১০০০	-
বাসক কাটিং	১০৩৪	-	৩১৪৮৪	-
গাছের চারা বিতরন	-	-	৫০০০	৫০০০
বায়োগ্যাস	-	-	৫	-
চলমান শিক্ষা কেন্দ্র	৩৫	৩০	৩৫	৩০
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (বর্তমান)	১০৫০	৭৮০	১০৫০	৭৮০

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

'সু-শৃঙ্খল জীবন-যাপন করুন, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন' এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ৭ এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। সিভিল সার্জন কার্যালয় চট্টগ্রাম ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহের যৌথ উদ্যোগে সকালে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে শেষ হয়। র‍্যালিটির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো: মেজবাহ উদ্দিন। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন ডা: আজিজুর রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা: আলাউদ্দিন মজুমদার (পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা:অজয় কুমার দে। আলোচনা সভায় বক্তারা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং সকলকে সু-শৃঙ্খল জীবন-যাপন করার আহ্বান জানান। সভায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অংশ গ্রহণ করেন । ঘাসফুলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বীমা দাবি পরিশোধ

গত তিন মাসে (এপ্রিল-জুন) ৫৭ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। বীমা দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১১,৪৯,৭৯০/-(এগার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার সাত শত নব্বই) টাকা। তাছাড়া মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৪,৩১,৩৫২/-(চার লক্ষ একত্রিশ হাজার তিন শত বায়ান্ন)।

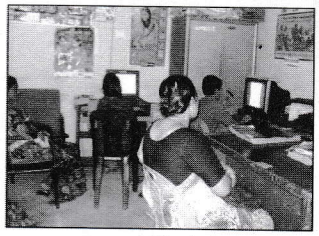

তথ্য প্রযুক্তি সেবায় ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র

পল্লী এলাকার সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্র । এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন মাসে ২১৫ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা প্রদান করা হয়।

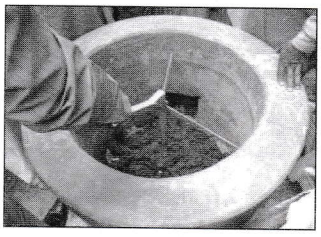

ঘাসফুলের উদ্যোগে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

ইডকলের সহযোগিতায় ঘাসফুল বায়োগ্যাস কার্যক্রমের আওতায় নওগাঁ ও চট্টগ্রাম জেলায় তিন মাসে ১১টি এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৮৬ টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়।

ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম

(৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

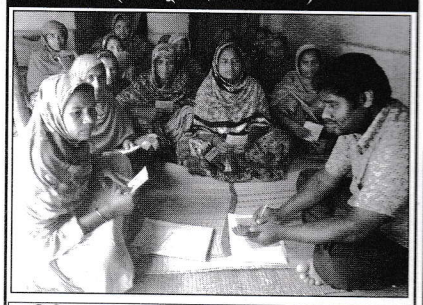

সমিতির সংখ্যা	৩৯৫৬
সদস্য সংখ্যা	৫৮৫৭৫
সঞ্চয় স্থিতি	৩৯০৯২৬৬৯৮
ঋণ গ্রহীতা	৪৮৫৬৩
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরন	৮৮০২০৫১৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	৭৯৫৭৯৩৯৮৪৯
ঋণ স্থিতির পরিমান	৮৪৪১১১৮৫১
বকেয়া	২৮৫৬৮৮৯৭
শাখার সংখ্যা	৩৯

দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবায় ঘাসফুল ডিআইআইএসপি

ঘাসফুলের কর্ম-এলাকা চট্টগ্রামে হাটহাজারী উপজেলায় সরকার হাট ও হাটহাজারী সদর শাখায় ঘাসফুল ডেভেলেপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP) এর ক্ষুদ্রবীমা স্বাস্থ্যসেবার আওতায় দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষদের প্যারামেডিক সেবা, এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা, হাসপাতলে ভর্তি ও নগদ সুবিধাসহ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। তিন মাসে(এপ্রিল-জুন)৯৩২জনকে প্যারামেডিক সেবা, ৮৩জনকে হাসপাতলে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতলে ভর্তি ও নগদ সুবিধা প্রদান করা হয় ৩জনকে, এবং ১২৪৭ জনকে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ১৭৪৭১ জনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

গত (এপ্রিল-জুন) তিন মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সময়কাল	বিষয়	আয়োজক	স্থান
১	মো: সাজ্জাদ হোসাইন	০৪ - ০৬এপ্রিল	Basic Fraud Management	প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ	হোটেল কোয়ালিটি ইন

এই উদ্যোগ অবহেলিত জনপদের মানুষের

১ম পৃষ্ঠার পর

ভিক্ষুক পুর্নবাসন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঘাসফুল বাস্তবায়ন করছে। বিকাল চারটায় শুরু হওয়া স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও চশমা বিতরণ আনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক, চিকিৎসক ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের কৃতি সন্তান এবং ঘাসফুল সাধারন পরিষদ সদস্য জনাব ডাঃ মইনুল ইসলাম মাহমুদ। উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, ঘাসফুল সবসময় এই এলাকার জনগণের পাশে থাকবে। ঘাসফুলের চলমান যে কোন সেবা প্রাপ্তিতে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের জনগণ অবশ্যই সহজ এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাবেন। গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের জনগণের সাথে ঘাসফুলের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তিনি আরো বলেন, ঘাসফুলের এই উদ্যোগ অবহেলিত জনপদে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বলেন, এই ইউনিয়নের অনেক মানুষ ভাল ডাক্তার পায় না, আবার আর্থিক সমস্যার কারণে মান-সম্পন্ন চিকিৎসাও নিতে পারে না, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যাবহার করতে পারে না। তারা আগামীতে ঘাসফুলের সকল কর্মকান্ডে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে বলেন, ঘাসফুল এর এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল এর উপ পরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) জনাব মফিজুর রহমান। বক্তব্য রাখেন গুমান মর্দ্দন ইউপি সদস্য আমিনুল ইসলাম রাজু, মহিলা মেম্বার আয়শা আমেনা, মহিলা মেম্বার খোরশেদা আকতার, ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের প্রধান জনাব লুৎফুর কবির চৌধুরী শিমুল, সমৃদ্ধি সমন্বয়কারী মোঃ আরিফ, নাছির উদ্দিন, কর্মকর্তা নাজমুল হাসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ঘাসফুল এর সামাজিক উন্নয়ন বিভাগের প্রধান আনজুমান বানু লিমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্যানিটারী ল্যাট্রিন গ্রহণকারী এক'শ পরিবারের প্রতিনিধিগণ। অনুষ্ঠান শেষে এসব স্থানীয় বাসিন্দারা বিনামূল্যে পাওয়া স্যানিটারী ল্যাট্রিন আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। তার পরপরই উপস্থিত স্থানীয় ৩৭ জনকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়। তারা সমৃদ্ধি কর্মসূচি আয়োজিত বিভিন্ন সময়ে বিশেষ চক্ষু ও স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ডাক্তার প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন আনুযায়ী চশমা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও চশমা বিতরণ অনুষ্ঠান সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করায় পিকেএসএফ, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

আরো সংবাদ ৭ম পৃষ্ঠায়

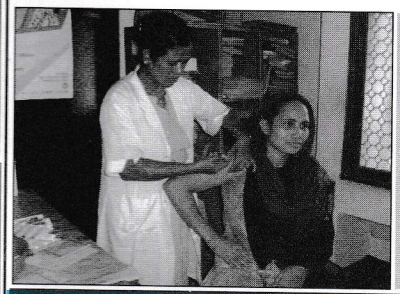

ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের এক নজরে তিন মাসের (এপ্রিল-জুন) নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	১০২০ জন
টিকাদান কর্মসূচি	৩৯৭ জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৭৬২ জন
নিরাপদ প্রসব	৮৪ জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	৪৮৬২ জন
হেলথ কার্ড	৩৩২ জন

অভিনন্দন

ফারহান তাজওয়ার চৌধুরী শাবাব ২০১৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ হতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করায় ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ হতে অভিনন্দন। সে মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের প্রধান সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরীর সন্তান।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা

সম্পাদকীয়

‘উৎপাদন থেকে পণ্যভোগ, শিশুশ্রম বন্ধ হোক’

একটি জাতির মানবিকতার মানদন্ড নিরূপিত হয় ওই জাতি নারী ও শিশুদের প্রতি কতটুকু মানবিক। আমাদের সংবিধান ও জাতীয় শিশুনীতিতে শিশুশ্রম বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও দেশে বিপুলসংখ্যক শিশু বিভিন্ন পেশায় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত থাকার বিষয়টি দুঃখজনক। মোটাদাগে বলতে গেলে বর্তমানে বড় বড় কলকারখানায় শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ছোট ছোট কাঁচামাল তৈরীর কারখানাগুলো। সাধারণত: এধরণের কারখানাগুলোতে শিশুশ্রম নিয়ে কাজ করছেন এমন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নজরদারী এবং দেশী- বিদেশী ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কমপ্ল্যায়েন্স চাপও তেমন থাকে না। দেখা যায় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি থাকে শুধুমাত্র ফিনিশ প্রোডাক্ট কারখানাগুলোর প্রতি। এধরণের নানাবিধ কারণে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল সরবরাহকারী কারখানাগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলোর মনিটরিং ফোকাস কম থাকাতে এসকল ক্ষেত্রে নিবিড় নজরদারী কমে আসে, ফলে শিশুশ্রম সংঘটিত হয়। কোথাও কোথাও সরকার ঘোষিত আটত্রিশটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। তৈরী পোষাক শিল্পে পর্যবেক্ষণে দেখা যায় পোষাক কারখানাগুলোতে শিশুশ্রমিক নিয়োগ বন্ধে যে ধরণের তৎপরতা, বাধ্যবাধকতা দেখা যায় তেমনি এই শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাঁচামাল সরকরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো: বোতাম, সুতা, সুঁই উৎপাদনকারী এবং অন্যান্য সহযোগী কারখানাগুলোতে শিশুশ্রম প্রতিরোধে তেমন কঠিন বাধ্যবাধকতা পরিলক্ষিত হয় না। **দেশের বড় বড় ইস্পাত, প্লাস্টিক, কাগজসহ অন্যান্য অনেক বড় কারখানাগুলোতে কাঁচামালের একটি বড় অংশ আসে দেশের ভাঙারি ব্যবসা থেকে। এধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পথশিশুরাই কাজ করে থাকে। ভাঙারি ব্যবসায় দেখা যায়**

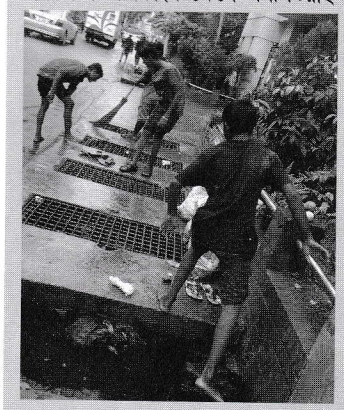

নোংরা, ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় ঘুরে ঘুরে যে সমস্ত শিশু কাগজ সংগ্রহ করে, ময়লা আবর্জনার স্তুপ থেকে লোহা-লক্কড় খুঁজে নিয়ে আসে তারাও একধরণের মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। কারণ প্রথমত; এসমস্ত শিশুরাই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ছিটকে পড়ে। দ্বিতীয়ত: ওরা একসময় মাদক সেবন, মাদক পরিবহন এবং মাদক ব্যবসাসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় বাংলাদেশে দরিদ্র পরিবারের মা-বাবারা ছেলে বড় হয়ে কী করবে এ ধরণের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ছোটবেলায় সন্তানদের শিশু বয়সে কাজ শেখার জন্য শিক্ষানবীশ হিসেবে বিভিন্ন গ্যারেজ ওয়ার্কশপে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে দিয়ে দেয়। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো বড় বড় কারখানাগুলোতে শ্রম আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ভাঙারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তা মেনে চলা হয় না। রাজধানীসহ সারাদেশের পরিবহন সেক্টর, হোটেল-রেস্তোরা, ছোট ছোট ওয়ার্কশপ, মোটর গ্যারেজ, শ্রমিকদের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেশের শিশুশ্রম সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। এছাড়াও সুটকী প্রক্রিয়াকরণ মাঠ, গৃহস্থালী কাজ, নির্মাণ কাজসহ বিভিন্ন ঘোষিত-অঘোষিত সেক্টরে শিশুশ্রম রয়েছে। এধরণের শিশুশ্রম সংঘটিত অঞ্চল বা সেক্টরগুলোতে গেলে অনুধাবন করা যায় মুলত: দারিদ্র্য ও জনগণের অসচেতনতার কারণে দেশে এধরণের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কমছে না। সুতরাং এজন্য দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা কাঙ্খিত হারে কমতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত শিশুরা দুর্ঘটনায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারালে তাদের সারাজীবন অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকার আশংকা বেড়ে যায়। তাই শিশুশ্রম রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। পাশাপাশি হতদরিদ্র পরিবারের শিশুদের কল্যাণে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। নয়তো বিপুলসংখ্যক শিশুকে না খেয়ে দিন কাটাতে হবে। অর্ধাহারে-অনাহারে যেসব শিশুর দিন কাটে, তাদের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ার আশংকা বেড়ে যায়। আর্থিক অনটনের কারণে যেসব শিশু বিভিন্ন শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়, তারা স্কুলে গেলেও দ্রুত এসব শিশু ঝরে পড়ে। সাময়িক নয় এসব দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর করতে স্থায়ী এবং টেকসই পদক্ষেপ নিতে হবে। শিশুশ্রমের উৎস দরিদ্র পরিবারগুলোকে স্থায়ীভাবে এবং সবসময় চলমান আর্থিক সচ্ছল করার কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া না হলে শিশুশ্রম নিরসনে বা শিশুশ্রম শুন্যের কোটায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়। বর্তমান সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর মাধ্যমে যে সকল দারিদ্র বিমোচনমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে আশা করা যায় প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুশ্রম নির্মূল করা সম্ভব। এবং এজন্য আগামীতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে শিশুশ্রম শুন্যের কোটায় আনতে অবশ্যই প্রতিটি সেক্টরে উৎপাদিত পণ্যগুলোর সাপ্লাই চেইনের সকল স্তরে সমান গুরুত্ব দিয়ে নজরদারি অব্যাহত রাখা জরুরী। শুধু তাই নয় ভবিষ্যতে একটি সভ্য ও সুস্থ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশে অবশ্যই শিশুশ্রম প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। ‘উৎপাদন থেকে পণ্যভোগ, শিশুশ্রম বন্ধ হোক’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১২ জুন রোববার বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর এ দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশের মতো উদীয়মান শিল্প-কারখানার দেশে ‘উৎপাদন থেকে পণ্যভোগ, শিশুশ্রম বন্ধ হোক’ প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং অর্থবহ।

উপ-সম্পাদকীয় ৫

কৃষি খামারে পর্যটন স্পট কৃষি ভিত্তিক পর্যটন

বাংলাদেশ একটি কৃষি ভিত্তিক দেশ। স্বাধীনতা পরবর্তী পারিবারিক স্বনির্ভরতার কৃষি বর্তমানে ধীরে-ধীরে কৃষিশিল্পে রূপ পাচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি দেশের চাহিদা পূরণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প একটি উদীয়মান সম্ভাবনাময়ী শিল্প। পর্যটন শিল্পকে পর্যটন নগরী থেকে বের করে যদি বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক এলাকাগুলোতে সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে কৃষিশিল্প এবং পর্যটনশিল্প হাত ধরে এগোতে পারে আগামীর পথে। পর্যটনের উন্নয়নে কৃষিকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। কারণ একদিকে যেমন পর্যটকদের জন্য ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ জড়িত তেমনি দেশের কৃষিজ পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এটি শুধুমাত্র পর্যটন কেন্দ্র বা কৃষি ক্ষেত্র সম্প্রসারণ নয়, এটি কৃষিতে জনসাধারণের বিনিয়োগ ও আগ্রহ বৃদ্ধির একটি কার্যক্রমও বটে। কৃষি ভিত্তিক পর্যটন বাংলাদেশে একটি নতুন ধারণা মনে হলেও বহু পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন দেশে পর্যটনের পাশাপাশি কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সমারোহ দেখা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পর্তুগাল, নেপাল, জ্যামাইকা, উগান্ডা, আয়ারল্যান্ড, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। বাংলাদেশের বান্দরবানের লামা, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু ইকো ভিত্তিক পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। **কৃষি ও পর্যটন শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো একটি শিল্পের ব্যবসায়িক মন্দাভাব থাকলে অন্য শিল্পটি সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন নগরীতে বসবাসকৃত মানুষগুলো ভ্রমণ ও গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়ার আনন্দ (যেমন পুকুরে সাঁতার কাটা, বড়শি দিয়ে মাছ ধরা ইত্যাদি) একসাথে উপভোগ করার সুবিধা রাখা সম্ভব।** পর্যটকরা অন্তত: ভ্রমণকালীন কিছুসময় তাজা এসব জৈব প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত খাদ্য গ্রহণের সুযোগ নিতে পারেন। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাস অনেক ঐশ্বর্যমন্ডিত। আমাদের আবহমান কালের গ্রাম বাংলা, আমাদের সংস্কৃতি, উৎসব, আয়োজন অনেক রঙিন এবং অনেক আমোদ-প্রমোদে ভরপুর। আর এরই ধারাবাহিকতায় কৃষিভিত্তিক পর্যটন হতে পারে একটি অন্যতম মাধ্যম- যা সভ্যতার শুধুমাত্র বিকাশই ঘটাবে না বরং আরো শক্তিশালী করবে এবং এর ব্যাপক চর্চা হবে আমাদের যুব সমাজে, পর্যটন নির্ভর এলাকায়, সাধারণ মানুষের মধ্যে। আমাদের দেশের এই অভাবনীয় সম্পদকে সুপরিকল্পিত কর্ম-কৌশল ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে উপভোগ্য ও সহজতর করতে কৃষিভিত্তিক পর্যটন শিল্পের আরো বিকাশ, প্রসার প্রয়োজন। অমিত সম্ভাবনাময় এধরণের পর্যটন শিল্পের আকর্ষণ বিশ্বজনীন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে। এতে অন্যান্য দেশের মত বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পে পরিণত করে এই পর্যটন সেবা খাত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আরো বেশী অবদান রাখতে পারে। এধরণের পর্যটনকে সাধারণ মানুষের বিনোদনের মূল উৎসে পরিণত করতে প্রকল্পে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আয়োজন ও অভিনব ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন আয়োজন সংযোজন করায় বিনোদনের পাশাপাশি এই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে সুদমুক্ত বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব। দেশের শহরাঞ্চলে বসবাসকৃত নাগরিককে বাংলার গ্রাম ও কৃষির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে অপরিসীম ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন পর্যটকগণ সবজি ক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে নিজেরা রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা রাখা, গাছ থেকে বিষমুক্ত ফলমুল পেড়ে নিয়ে প্রকৃতির অকৃত্রিম স্বাদ আস্বাদন করা, গাছের চারা রোপণ, ধান লাগানোসহ এধরণের বিভিন্ন ইভেন্ট এক্ষেত্রে যোগ করা যায়। মূলত: এভাবে সম্ভব কৃষি কাজকে আরো বিস্তৃত করার মাধ্যমে একটি কৃষি সাংস্কৃতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করা, উন্নত জাতের বীজ ও প্রযুক্তি সংগ্রহ ও এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। কৃষি বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে বিনিয়োগ লাভজনক ও কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে বিনিয়োগ সহজ করা। উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানীর লক্ষ্যে একটি সহজ ও সুন্দর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। বিষমুক্ত সব্জি উৎপাদনে জৈবিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সচেতনতা তৈরি করা ইত্যাদি। এসমস্ত উদ্যোগের সাথে অবশ্যই পর্যটকদের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোও নিশ্চিত করতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে; রাত্রি যাপনের জন্য ভিলা বা রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, ইকো থিম পার্ক, স্পা, সুইমিং পুল, ইন্টারনেট/ ওয়াই-ফাই সুবিধা, এটিএম বুথ, ট্রাইবাল শপ, লন্ড্রি এন্ড ক্লিনিং, প্রাইমারী ক্লিনিক, উন্নত সিকিউরিটি ব্যবস্থা, ২৪ ঘন্টা রিসিপশন, কনফারেন্স রুম, আইসক্রীম পার্লার ইত্যাদি। এসকল প্রাকৃতিক পরিবেশে কৃষি খামার/পর্যটন স্পটে হারবাল পদ্ধতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা কিংবা শারিরীক পরিচর্চার ব্যবস্থাও রাখা যায়- যা ভারতসহ বিভিন্ন উন্নত বিশ্বের ইকো পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে রাখা হয়। এ ধরণের প্রকল্পে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় বিশেষ মনিটরিং এর সুব্যবস্থা রাখতে হবে। এধরণের প্রকল্পের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হবে সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচার। কারণ এধরণের পর্যটনের সাথে আমাদের দেশের মানুষ পরিচিত নয়। অবশ্য এরকম মহতি উদ্যোগের প্রচার প্রসারে সরকার, মিডিয়া, সচেতন সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এভাবে দুটি শিল্পকে একসাথে সমন্বয় করে পরস্পর সহযোগিতায় উভয় শিল্পের আরো বেশী প্রসার সম্ভব।

জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের নিয়ে শালিসী দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

চট্টগ্রাম জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে ২০ জুন জেলার সকল উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের নিয়ে শালিসী দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের লিগ্যাল কো-অর্ডিনেটর মোজাহিদুর রহমান। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা। তিনি বলেন, ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর কল্যানে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইউএস-এইড এর অর্থায়নে এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর সহায়তায় পটিয়া উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে পিএইচআর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে আসছে। এই কর্মসূচীর আওতায় এসব ইউনিয়নে নির্যাতিত নারী ও শিশুর আইনী সহায়তা, বাল্য বিয়ে বন্ধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও সহায়তা, সারভাইভারদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা, কাউন্সিলিং, সারভাইভারদের সম্পর্ক পুনরোদ্ধারে সালিশ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারী-পুরুষসহ সকলকে সচেতনতার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে আসছে। তিনি আরো বলেন, কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণটি একজন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা হিসেবে আপনাদের জন্য উপকারী হবে বলে আমি মনে করি। রিজিওনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার তারেকুজ্জামান বলেন, পিএইচআর প্রকল্পের পাঁচ বছর মেয়াদের শেষ ধাপে বাংলাদেশের ছয়টি জেলার নয়টি উপজেলার ১০২টি ইউনিয়নে এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার মধ্যে পটিয়া উপজেলার ২২টি ইউনিয়ন এর অন্তর্ভুক্ত। অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অঞ্জনা ভট্টাচার্য, পটিয়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা আতিয়া চৌধুরী, চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া (অতি:দায়িত্ব) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা গীতা চৌধুরী, লোহাগাড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা দীপা চৌধুরী, বাঁশখালী ও আনোয়ারা(অতি:দায়িত্ব) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সাকেরা বেগম,হাটহাজারী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রাবেয়া চৌধুরী, রাংগুনিয়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সোনিয়া সফি, রাউজান উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নীতা চাকমা, ফটিকছড়ি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা দিলরুবা বেগম, মিরসরাই ও সন্দ্বীপ(অতি:দায়িত্ব) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাজনীন ফেরদৌস মজুমদার, হাটহাজারী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রাবেয়া চৌধুরী,বোয়ালখালী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এস.এম জিন্নাত সুলতানা এবং সীতাকুন্ড উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাজমুন নাহার।

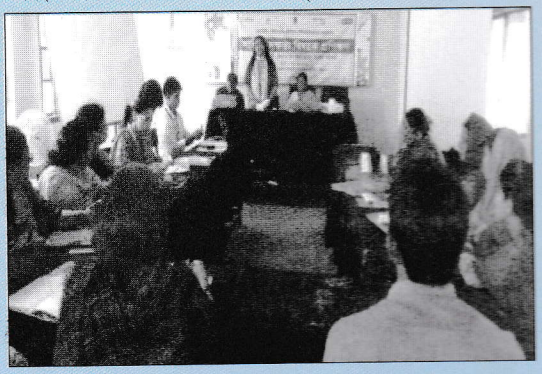

সংস্থার সকল কার্যক্রমে পরিবেশবান্ধব

শেষ পৃষ্ঠার পর

এবং একনিষ্ঠ সমাজকর্মী। প্রফেসর গোলাম রহমান ঘাসফুলের প্রয়াত সকল কর্মীদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং আগামী পথচলায়ও পূর্বের মতো সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, সততা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহবান জানান। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক লায়ন সমিহা সলিম বক্তব্যের শুরুতে প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল. রহমান, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাবেক সভাপতি প্রয়াত হোসনেয়ারা বেগম, শাহানা আনিস, সাবেক সহ-সভাপতি মরহুম প্রফেসর ডঃ মোশারফ হোসেন, সাধারণ পরিষদ সদস্য মরহুম আব্বাস উদ্দিন চৌধুরী ও মরহুম এডভোকেট আল মামুন চৌধুরীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি চলতি অর্থ বছরে সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংবলিত পূর্ণাঙ্গ বিবরণী তুলে ধরেন এবং তৃণমূল জনগোষ্ঠির চাহিদা ও কার্যক্রমের টেকসই উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে আগামীতে এই অগ্রযাত্রা আরো বেগবান করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ জাহানারা বেগম ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যরা সাধারণ সম্পাদকের উপস্থাপিত বিবরণীর উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং ঘাসফুল পরিচালিত সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং নতুন শুরু হওয়া প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি মূল্যায়নসহ আগামী অর্থবছরের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও করণীয় নির্ধারণ করেন। আলোচনা পর্বে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সাধারণ কমিটির সদস্য মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ, ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ ও কবিতা বড়ুয়া। সভায় উপস্থিত সদস্যরা সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়নের সাথে সমন্বয় করে গতিশীলতা আনার আহবান জানান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারন পরিষদ সদস্য ইয়াসমিন আহমেদ, নাজনীন রহমান, নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম-সাঃ সম্পাদক শাহানা মুহিত, ওহিদুজ্জামান প্রমুখ। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের প্রধান লুৎফুল কবির চৌধুরী, অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান মারুফুল করিম চৌধুরী, সোস্যাল ডেভলপমেন্ট বিভাগের প্রধান আঞ্জুমান বানু লিমা, এমআইএস বিভাগের প্রধান আবু জাফর সরদার।

চট্টগ্রামের পটিয়ায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন পিএইচআর প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি

পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্যবিয়ে রোধে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ: ২৬ মে, ২ ও ৫ জুন বড়উঠান, জুলধা ও কচুয়াই ইউনিয়নে পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা শীর্ষক ৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় নেতাদের নারী ও শিশু নির্যাতন পরিস্থিতি বিশ্লেষন করতে পারা, নারী ও শিশু নির্যাতনের কারণ ও ফলাফল চিহ্নিত করতে পারা, ধর্ম ও প্রচলিত আইনে নারী ও শিশু অধিকার রক্ষার বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে নিজেদের ভূমিকা ও করনীয় নির্ধারণ করতে পারা। উক্ত প্রশিক্ষণে স্থানীয় ৭১ জন আলেম-ওলামা অংশগ্রহণ করেন।

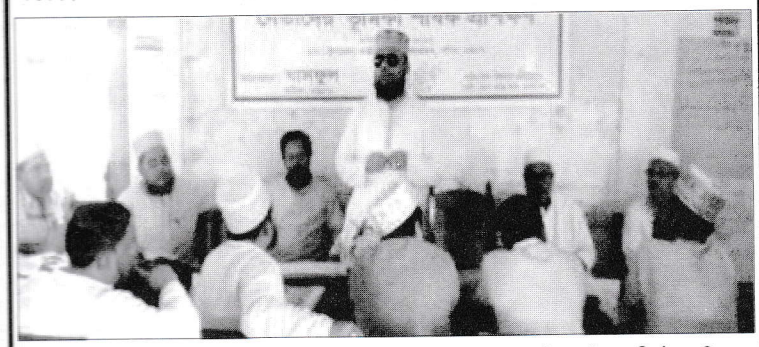

পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্যবিয়ে রোধে বিবাহ রেজিষ্ট্রারদের (কাজী) ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ: পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে নিকাহ রেজিষ্ট্রারদের ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ ১৫ জুন উপজেলা কাজী সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য ছিল বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে মুসলিম নিকাহ রেজিষ্ট্রার (কাজী) ও হিন্দু বিবাহ রেজিষ্ট্রার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারা, নিয়ম না মেনে বিয়ে ও তালাকের সামাজিক পরিনতি/ফলাফল চিহ্নিত করতে পারা এবং বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে রেজিষ্টারদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারা। উক্ত প্রশিক্ষণে স্থানীয় ২০ জন কাজী অংশগ্রহণ করেন।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে ইয়ুথদের ভূমিকা শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন: জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রমের আওতায় শোভনদন্ডী কলেজ ইয়ুথ গ্রুপের আয়োজনে ১৯ মে দিনব্যাপী ইয়ুথগ্রুপ ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম এর আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে সহায়ক হিসেবে ছিলেন ডিপিসি মোস্তাফিজার রহমান ও প্রজেক্ট অফিসার মোহাম্মদ আজগর হোসেন। এছাড়া ইয়ুথ গ্রুপের উদ্যোগে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, ৭টি স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে ওরিয়েন্টেশন সভা, ১৬৫ টি উঠান বৈঠক, ৯৯টি ওয়ার্ড লেভেল /সাব-এসপিজি মিটিং, সামাজিক সুরক্ষা দলের সাথে ১১ টি ত্রৈমাসিক সভা, ৩টি মাসিক সোস্যাল ওয়ার্কার সভা, ২টি স্টাডি সার্কেল, ৪ জনকে চিকিৎসা সহায়তা সেবা, ১০৯ জনকে মনো কাউন্সিলিং সেবা, ৪টি বাল্য বিয়ে বন্ধ, ৪টি সালিশ মনিটরিং ও ১৯ নবদম্পতিকে কাউন্সিলিং করা হয়।

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যক্যাম্প ও ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম

ভিক্ষুক মুক্ত ইউনিয়ন ঘোষণার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের সাদেকনগর নিবাসী স্বামী পরিত্যক্তা নুর নাহার বেগমের একটি মেয়ে ও দুটি শিশু সন্তান রয়েছে। ভিক্ষা করে সংসার চলে তার। গ্রামীণ অঞ্চলে ভিক্ষা জুটে অত্যন্ত নগন্য। সুতরাং কখনো খেয়ে কখনো না খেয়ে তাদের দিন কাটে। পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে ঘাসফুল পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম এর আওতায় ১ম পর্যায়ে তাকে একটি বাছুরসহ দুগ্ধবতী গাভী ও তিনটি রিকশা-ভ্যান দেয়া হয়। পুনর্বাসিত ভিক্ষুক নুর নাহারের আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। আশা করা যায় তিনি আর কোনদিন ভিক্ষা করবেন না। তাছাড়াও ঘাসফুল এর তত্ত্বাবধানে তার বসতবাড়িতে একটি ছোট পরিসরে ফলজ গাছের বাগান করার পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে

মোটামুটি নিশ্চিত করে বলা যায় নুর নাহারের ভিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আর নেই একথা যেমন সত্য তেমনি তিনি খুব সহসা সচ্ছলতার সাথে সংসার চালিয়ে অন্য প্রতিবেশীর দুঃখ-দুর্দশায় হাত বাড়িয়ে দিতে পারবেন।

সাদেক নগরে অন্য একজন ভিক্ষুক বয়োঃবৃদ্ধ জহুর মিয়া। জীবনের শেষ বেলায় এসে শরীরের সকল শক্তি হারিয়ে তিনি পথে পথে স্থানীয় হাট-বাজারে ঘুরতেন মানুষের সাহার্য্যের আশায়। মাস তিনেক আগে জহুর মিয়া নির্মম ও নিঃস্ব বার্ধক্যের ভারে মারা যান। অকুল সাগরে পড়ে যায় ভিক্ষুক আবু জহুরের স্ত্রী শায়রা বেগম। কারণ বৃদ্ধ জহুর মিয়ার ভিক্ষার টাকায় চলতো সংসার। খরচ চলতো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত দুই কিশোর সন্তান এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ২৫ বছর বয়সী একটি বড় সন্তানের। এই পরিস্থিতিতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বাস্তবায়নকৃত ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমে তাঁকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। ভিক্ষুক পুর্নবাসন কর্মসূচির শায়রা বেগমকে দেয়া হয় বাছুরসহ একটি দুগ্ধবতী গাভী, যেটাতে বর্তমানে ৩/৪ কেজি দুধ পাওয়া যায় এবং তিনটি রিক্সা-ভ্যানগাড়ী। যার আয় দিয়ে শায়রা বেগম সন্ধান পেয়েছে সংসার চালানোর একটি নির্ভরযোগ্য পথ। তাছাড়াও শায়রা বেগমকে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে বসতভিটায় একটি ফলজ বাগান করার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়। এ সম্পদের মোট মূল্য একলক্ষ টাকা। আশা করা যায় শায়রা বেগমের পরিবার সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারবে, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরতে হবে না পথে-পথে, বন্ধ হবে না সন্তানদের পড়ালেখা, নুন্যতম চিকিৎসা পাবে মানসিক ভারসাম্যহীন অসুস্থ সন্তান। ঘাসফুলের সহায়তা পেয়ে শায়রা বেগম আনন্দিত, আশান্বিত, স্বপ্ন দেখছেন নব-জীবনের। ঘাসফুল এভাবে ক্রমান্বয়ে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের সকল ভিক্ষুকদের পুর্নবাসন করে একটি ভিক্ষুকমুক্ত ইউনিয়ন ঘোষণা করার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গত ০৫ জুন উত্তর ছাদেক নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমৃদ্ধি কর্মসূচি পর্যন্ত ভিক্ষুক পুর্নবাসন কার্যক্রমের আওতায় সকাল ০৯ টায় বাছুরসহ গাভী ও রিকশা-ভ্যান হস্তান্তর অনুষ্ঠান এবং পাশাপাশি সকাল সাড়ে ০৯ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত একটি স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্পে মেডিসিন, ডায়াবেটিকস, মা ও শিশুরোগে বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। সকল রোগীকে শারিরীক পরীক্ষা করা হয় এবং চিকিৎসাপত্র ও কিছুক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঔষধও দেয়া হয়। এ ক্যাম্পে মেডিসিন বিষয়ে ৪৬জন, ডায়াবেটিক বিষয়ে ৮৯জন এবং মা ও শিশুরোগের ৮৮ জনসহ মোট ২২৩জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। উক্ত স্বাস্থ্যক্যাম্প ও ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জনাব মজিবুর রহমান মজিব। ইউপি চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে বলেন, ঘাসফুল অত্র এলাকার দরিদ্র মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন অধিকার নিশ্চিত করতে যে উদ্যোগ নিয়েছে তার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে ভিক্ষুক পুর্নবাসন কার্যক্রম অত্যন্ত মহৎ একটি উদ্যোগ। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নকে ভিক্ষুকমুক্ত ইউনিয়ন ঘোষণার যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি এবং ভিক্ষুকমুক্ত ইউনিয়ন ঘোষণার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমি এসকল মহৎ কাজের সাথে সবসময় সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অবহেলিত এই জনপদের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঘাসফুলের উদ্যোগ প্রসংশনীয়। আশা করছি ঘাসফুল সবার জন্য স্যানিটারী ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাও করে দিবেন। ইউপি চেয়ারম্যান আশ্বাস দিয়ে বলেন, আজকে যে ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হলো শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া তাঁর দুটি সন্তানকে পড়ালেখা করাতে আমি সহযোগিতা করবো। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন শিক্ষানুরাগী, বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আকবর হায়দার চৌধুরী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে কোনো ভালো ডাক্তার ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় এই এলাকায় ঘাসফুলকে পেয়ে আনন্দ ও গর্ববোধ করছি। অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন উত্তর ছাদেক নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ এর সভাপতি আনোয়ারুল আজিজ, প্রধান শিক্ষক শোভা রানী রায়, গুমান মর্দ্দন ইউপি মেম্বার শাহজাহান চৌধুরী, মোঃ সাহিদুল আলম চৌধুরী সোহেল, আবদুল জব্বার, দিদারুল আলম, লাকি আকতার, আয়শা আমেনা, খোরশেদা বেগম, নাছিমা আকতার। অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকে পৃথক আরেকটি অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভিক্ষুক পুর্নবাসন কার্যক্রমের আওতায় স্বামীহারা শায়রা বেগমের হাতে বাছুরসহ গাভী এবং রিকশা-ভ্যানগুলো তুলে দেয়া হয়। উত্তর ছাদেক নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুদান হস্তান্তর অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর সহকারি পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল। তিনি উপস্থিত স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্কুল শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, আমরা ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র মাধ্যমে আগামীতে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নকে ভিক্ষুকমুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষনা করার লক্ষ্যে কাজ করছি। তিনি আরো বলেন, পুর্নবাসিত ভিক্ষুকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন আয়মূলক কাজের সাথে তাদের সম্পৃক্ত করা হবে- যাতে করে তারা আর ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত না হয়। জনাব শিমুল স্থানীয় সকলকে এসকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান। এবারের অনুদান হস্তান্তর অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

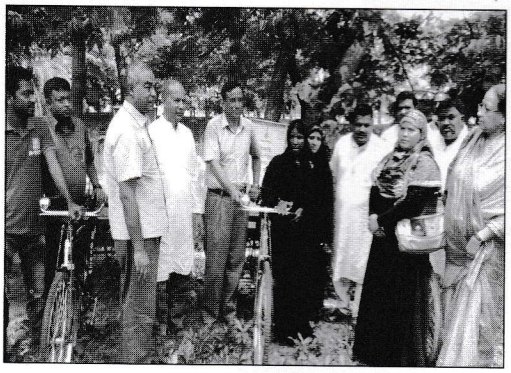

ছিলেন গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মজিব। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ইউনিয়ন পরিষদ আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো। তিনি আরো বলেন শায়রা বেগমের যে দুটি ছেলে স্কুলে পড়ে তাদেরকে সম্পদে পরিণত করার জন্য শায়রা বেগমকে তিনি অনুরোধ করেন। তিনি প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। এ আয়োজনে অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ এর বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ২নং ওয়ার্ড মেম্বার শফিউল আলম, উত্তর ছাদেক নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সহকারী প্রধান শিক্ষক মীরা দাশ, ইউপি মেম্বার শাহজাহান চৌধুরী, মহিলা মেম্বার লাকি আকতার, খোরশেদা বেগম, ঘাসফুল এর এডমিন ম্যানেজার সৈয়দ মামুনুর রশীদ, মেখল ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র কো-অর্ডিনেটর নাছির উদ্দিন, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ আরিফ। জনাব আরিফ উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ঘাসফুলের আয়োজনে গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সর্বসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যক্যাম্প

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচি'র আওতায় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা, পুষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ভিক্ষুক পুর্নবাসন প্রভৃতি উন্নয়ন কার্যক্রম ঘাসফুল বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ এপ্রিল হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নের মুৎসুদ্দী পাড়ায় সকাল ৯.৩০টা থেকে ২.০০টা পর্যন্ত কেয়াং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পে মেডিসিন, ডায়াবেটিক ও মা ও শিশুরোগে বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন রোগের রোগী দেখেন। সকলকে পরীক্ষা করে চিকিৎসাপত্র ও কিছুক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মেডিসিন দেওয়া হয়। এ ক্যাম্পে মেডিসিন এর ৫৬জন, ডায়াবেটিক এর ৫২জন ও মা ও শিশুরোগের ৩৪জনসহ মোট ১৪২জন রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে। এই স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধন করেন হাটহাজারী প্রেস ক্লাব সভাপতি বাবু কেশব কুমার বড়ুয়া। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মহিলা মেম্বার নাছিমা আকতার, মুৎসুদ্দীপাড়া নালন্দা ধর্মবিহারের সাধারণ সম্পাদক বাবুল বড়ুয়া, ডাঃ আফরোজা খানম, ডাঃ রাইসুল ইসলাম এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ। স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধনের সময় উদ্বোধক সাংবাদিক কেশব কুমার বড়ুয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, অজপাড়া গাঁয়ে ঘাসফুলের এ আয়োজন অবহেলিত এই জনপদের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণকে স্মরণ করে বলেন দেশের বিভিন্ন এলাকার দরিদ্র মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন অধিকার নিশ্চিত করতে পরাণ আপার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের এই ঘাসফুল এবং এই স্বাস্থ্যক্যাম্প। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন কেয়াং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নন্দিতা বড়ুয়া, ডাঃ নাদিয়া সুলতানা এবং ঘাসফুল কর্মকর্তা নাজমুল হাসান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ এই স্বাস্থ্যক্যাম্প সার্থক ভাবে সম্পন্ন করতে সার্বিক সহযোগিতা করায় উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদ ও এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান

শেষ পৃষ্ঠার পর

লক্ষ্যে সকল গ্রাম ও ওয়ার্ড কমিটির প্রবীণ ব্যক্তিদের ৪দিন ব্যাপি ২টি ব্যাচে নেতৃত্ব উন্নয়ন ও মনিটরিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মেখল ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রবীণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে। প্রবীণ কেন্দ্র স্থাপনে স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে জমি দান করার জন্য ঘাসফুলের পক্ষ থেকে আহবান জানানো হয়।

ঘাসফুল কৃষি

শেষ পৃষ্ঠার পর

কোয়েল পালন প্রদর্শনী ঃ মে-জুন মাসে ৩জন উপকারভোগী সদস্যদের নিয়ে কোয়েল পালন বিষয়ক তিনটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় পটিয়ার হাঁইদগাঁও, শান্তিরহাট ও কালারপোল এলাকায়। **ব্রয়লার মুরগী পালন বিষয়ক প্রদর্শনী ঃ** ৮জন উপকারভোগী সদস্যদের নিয়ে মে-জুন মাসে ব্রয়লার মুরগী পালন বিষয়ক ৮টি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীগুলো ছিল চরলক্ষায় ২টি, শিকলবাহায় ৩টি, বাণিগ্রামে ১টি, কোলাগাঁও এ ১টি ও উত্তর ছনহরায় ১টি। **পুকুরে মিশ্র মাছ ও পাড়ে সবজি চাষ প্রদর্শনী ঃ** মে-জুন মাসে ১০জন উপকারভোগী সদস্যদের নিয়ে পুকুরে মিশ্র মাছ ও পাড়ে সবজি চাষ বিষয়ক ১০টি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীগুলো ছিল পটিয়া সদরে ৪টি, শান্তিরহাটে ১টি, জঙ্গলখাইনে ১টি, ভাটিখাইনে ১টি, মোহাম্মদ নগরে ১টি, নলদায় ১টি এবং উত্তর কেলিশহর এ ১টি।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ১৫ বছর

শেষ পাতা

বর্ষ ১৫
সংখ্যা-২
এপ্রিল-জুন ২০১৬

হাটহাজারী মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ক্যাম্প

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ১৭ এপ্রিল পূর্ব মেখল পেশকার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেডিসিন, মা ও শিশু এবং ডায়াবেটিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা, সন্ধানী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ব্লাড গ্রুপিং ও জনসাধারনের মাঝে চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে দিনব্যাপী এক স্বাস্থ্য ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্প উদ্বোধন করেন পেশকার বাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শাহিন আরা খানম। পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল আয়োজিত ক্যাম্পে'র উদ্বোধনকালে ঘাসফুল'র স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ভূয়ষী

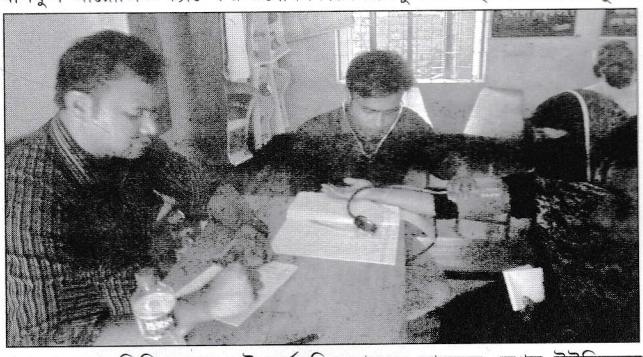

প্রশংসা করে তিনি বলেন এই কর্মসূচির মাধ্যমে ঘাসফুল মেখল ইউনিয়নের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত কল্পে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া কোমলমতি শিশুদের ব্লাড গ্রুপিং এর ফলে শিশুরা প্রাথমিক পর্যায়ে নিজ ব্লাড গ্রুপ সম্পর্কে অবগত হতে পারছে। তিনি বলেন ঘাসফুল মেখলবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ঘাটতি নিরসনের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মিসেস দিলুয়ারা বেগম, ঘাসফুলের শাখা ব্যবস্থাপক জামসেদ আলম ও মোঃ ওসমান এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন।

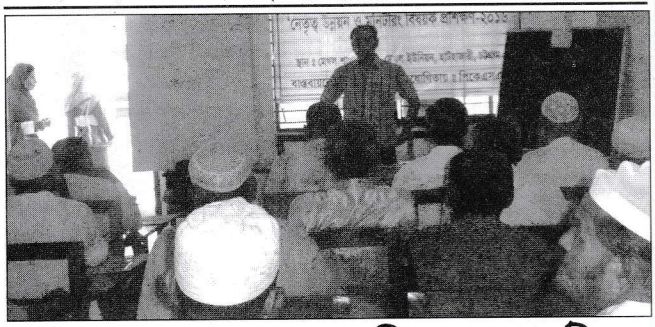

উপদেষ্টামণ্ডলী
ডেইজী মওদুদ
লুৎফুন্নেছা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)
সমিহা সেলিম

সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী

নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রবীণদের নিয়ে ওয়ার্ড কমিটি ও গ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে কর্মরত মেখল ইউনিয়নের সকল কর্মকর্তা এবং ইউনিয়নের প্রবীণ নেতৃবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির >> এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঘাসফুল এর সাধারন সভা (২০১৫-২০১৬) অনুষ্ঠিত

সংস্থার সকল কার্যক্রমে পরিবেশ বান্ধব চিন্তা-চেতনা অব্যাহত রয়েছে

ঘাসফুল পরিচালিত সকল কার্যক্রমে পরিবেশ বান্ধব চিন্তা চেতনা অব্যাহত রয়েছে। ঘাসফুল কৃষিক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপায়ে কীটপতঙ্গ দমন ও জৈবসার প্রযুক্তি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌছাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীদের পরিবেশ বান্ধব আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। সংস্থার নবায়নযোগ্য জ্বালানী, উন্নতচুলা, গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ফলজ, বনজ এবং ঔষধি বৃক্ষরোপন, সামাজিক বনায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে সফল অংশগ্রহণ অব্যাহত আছে। অন্যান্য কার্যক্রম শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সচেতনতামূলক সকল কর্মকান্ডে নানাধরণের দূষণ প্রতিরোধসহ সমাজের সর্বস্তরে সবাইকে পরিবেশ সচেতন করে তুলতে নতুন নতুন ধারণা নিয়ে নতুন মাত্রায় কাজ করছে ঘাসফুল। ২৪ জুন আমিরবাগস্থ সাঁঝের মায়ায় সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারন সভায় উপস্থিত ঘাসফুল সাধারন পরিষদ সদস্য প্রফেসর ডঃ জয়নাব বেগমের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী সংস্থার চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে এভাবে সকলকে অবহিত করেন। প্রফেসর জয়নাব আগামীতে এবিষয়ে আরো বেশী মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে বার্ষিক সাধারন সভা শুরু হয়। ঘাসফুলের দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরের পথ-পরিক্রমায় সকল সাফল্যের সাথে যার নাম যুক্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম শামসুন্নাহার রহমান পরাণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সভাপতি প্রফেসর ডঃ গোলাম রহমান বলেন, তিনি ছিলেন একজন মানবাধিকারকর্মী >> এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের উদ্যোগে পটিয়া উপজেলায় প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী

কেঁচো সার বিষয়ক প্রশিক্ষণ: ঘাসফুল কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের উদ্যোগে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় ২৫ জন উপকারভোগী সদস্যদের নিয়ে নলদ্ধা এলাকার কমর আলীর বাড়ীতে ৬-৭ জুন, পটিয়ার ব্রাম্মন পাড়ায় ১৯-২০ জুন, চিত্ত উকিলের বাড়ীতে ২২-২৩ জুন, জঙ্গলখাইন এলাকার নন্দীর বাড়ীতে ২৭-২৮ জুন এবং আমজুর হাট এলাকার নওশন চৌধুরীর বাড়ীতে ২৯-৩০জুন, দুই দিন ব্যাপী কেঁচো সার বিষয়ক পাঁচটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরন বিষয়ক প্রশিক্ষণ: ১১-১২ ও ১৫-১৬ জুন কালারপোল এলাকার মোহাম্মদ নগর ও সবজার পাড় এলাকার করিমের বাড়ীতে ২৫ জন উপকারভোগী সদস্যদের উপস্থিতিতে দুইদিন ব্যাপি গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরন বিষয়ক দুইটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ: ৮-৯ ও ১৩-১৪জুন কালারপোল এলাকার হাজী আলমগীর এর বাড়ী এবং পটিয়ার কাগজী পাড়া এলাকার সোলেমান ফকিরের বাড়ীতে ২৫ জন উপকারভোগী সদস্যদের উপস্থিতিতে দুইদিন ব্যাপি ছাগল পালন বিষয়ক দুইটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রয়লার মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ: চরলক্ষা এলাকার আমির বলির বাড়ীতে ২৫ জন উপকারভোগী সদস্যদের নিয়ে ২৫-২৬জুন ব্রয়লার মুরগী পালন বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা: আলমগীর হোসেন, ঘাসফুলের সহকারী ব্যবস্থাপক (ক্ষুদ্রঋণ) মো: নুরুজ্জামান এবং কৃষি ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ। >> এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

প্রকাশনায় : ঘাসফুল, ৪৩৮ মেহেদীবাগ রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৭৫
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org